দৈনিক
ইত্তেফাক

14 MAR 2017

ভারতীয় ভার্সিটির সঙ্গে রাবির এমওইউ বাস্তবায়নে গড়িমসি

■ আনিসুজ্জামান, স্টাফ রিপোর্টার, রাজশাহী

বাংলাদেশ ও ভারত সরকারের (জিটুজি) যৌথ উদ্যোগে ভারতের কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় জামিয়া মিলিয়া ইসলামিয়া ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে স্বাক্ষরিত ৫ বছর মেয়াদি উচ্চশিক্ষা ও গবেষণায় পারস্পারিক সহযোগিতার সমঝোতা স্মারক (মেমোরেন্ডাম অব আন্ডারস্টেন্ডিংস বা এমওইউ) বাস্তবায়নে নজিরবিহীন অবহেলার অভিযোগ উঠেছে। অন্যদিকে ২১ মাসেও রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ এমওইউ বাস্তবায়নে জামিয়া মিলিয়া ইসলামিয়া কর্তৃপক্ষকে লিখিত কোনো প্রস্তাবই দেয়নি (ই-মেইল কিংবা ডাকে) রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। কিন্তু বিশেষ চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 'অসত্য' অগ্রগতির প্রতিবেদন দাখিলের অভিযোগ পাওয়া গেছে। এ ব্যাপারে জানতে চাইলে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার ড. এন্তাজুল হক ইত্তেফাককে বলেন, 'এমওইউ বাস্তবায়নে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ লিখিত কোনো প্রস্তাব দেয়নি। তবে উপাচার্যের নেতৃত্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি প্রতিনিধি দল ভারতের জামিয়া মিলিয়া ইসলামিয়া সফরে গেছেন।'

বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে জানা যায়, এমওইউ বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে ৭টি অনুষদের ডিনদের নিয়ে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর মুহম্মদ মিজানউদ্দিন সোমবার (১৩ মার্চ) ভারতের জামিয়া মিলিয়া ইসলামিয়ায় পৌঁছেছেন। কিন্তু উপাচার্য ও উপ-উপাচার্যের কার্যকালের শেষ মুহূর্তের এ সফরকে প্রশাসন বিরোধী শিক্ষক 'ভ্রমণবিলাস' বলে আখ্যায়িত করেছেন। প্রসঙ্গত, বর্তমান উপাচার্য ও উপাচার্যের কার্যকাল শেষ হচ্ছে আগামী ১৯ মার্চ।

উল্লেখ্য, ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ২০১৫ সালের ৬ ও ৭ জুন বাংলাদেশ সফর করেন। তখন ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে জিটুজি পর্যায়ে ২২টি চুক্তি ও সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। যার একটি ছিল ভারতের কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় জামিয়া মিলিয়া ইসলামিয়ার সঙ্গে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষা ও গবেষণার ক্ষেত্রে পারস্পারিক সহযোগিতার সমঝোতা স্মারক। উভয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে এমওইউতে স্বাক্ষর করেন। এমওইউ অনুযায়ী উভয় বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে যৌথভাবে সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, ওয়ার্কসশপ, ইন্টার্নশিপ, প্রশিক্ষণ, জার্নাল প্রকাশ, শিক্ষার্থী ও গবেষক বিনিময়, সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড, শিক্ষা সফর ইত্যাদি কার্যক্রম সম্পন্ন করার কথা ছিল। স্বাক্ষরের পরপরই এমওইউ বাস্তবায়নের উদ্যোগ শুরুর কথা বলা আছে। তা ছাড়া, এমওইউতে উচ্চশিক্ষা, গবেষণা, সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে যেসব কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হবে তা সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ আছে; বাস্তবায়নের কৌশলের কথাও বলা আছে। কিন্তু রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে এমওইউ বাস্তবায়নে জামিয়া মিলিয়া ইসলামিয়া কর্তৃপক্ষকে কোনো লিখিত প্রস্তাব পাঠানো হয়নি। তবে ২০১৫ সালের ২০ সেপ্টেম্বর ইতালি থেকে নয়াদিল্লি হয়ে দেশে ফেরার পথে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য প্রফেসর চৌধুরী সারওয়ার জাহান একাই জামিয়া মিলিয়া ইসলামিয়া সফর করেছেন বলে জানা গেছে।

২০১৫ সালের ২১ সেপ্টেম্বর প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, ২৯ সেপ্টেম্বর পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দক্ষিণ এশিয়া অনুবিভাগ এবং ৬ অক্টোবর শিক্ষা মন্ত্রণালয় এমওইউ বাস্তবায়নের অগ্রগতির প্রতিবেদন চেয়ে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনকে পৃথক চিঠি দেয়। ওই বছরের ১৮ অক্টোবর রেজিস্ট্রার স্বাক্ষরিত অগ্রগতি প্রতিবেদন উল্লেখিত মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হয়। যা 'অসত্য' ও 'প্রতারণামূলক' বলে জানা যায়। ওয়াকিবহাল শিক্ষকদের অভিমত, এমওইউ বাস্তবায়নে অনাগ্রহ থাকলেও কার্যকালের শেষে বিপুল অর্থ ব্যয়ে উপাচার্য ও তার সঙ্গীদের জামিয়া মিলিয়া ইসলামিয়া সফর স্রেফ 'বিলাসবহুল' ভ্রমণ ছাড়া কিছুই নয়।

ইত্তেফাকের অনুসন্ধানে জানা যায়, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনফরমেশন সায়েন্স এন্ড লাইব্রেরি ম্যানেজমেন্ট বিভাগের ২৭ শিক্ষক-শিক্ষার্থীর একটি দল ২০১৫ সালের ৬ থেকে ১৪ সেপ্টেম্বর নিজ উদ্যোগ ও খরচে ভারতে শিক্ষাসফর সম্পন্ন করেন। ওই শিক্ষা সফরের আওতায় তারা জামিয়া মিলিয়া ইসলামিয়ায়ও যান। এর সঙ্গে এমওইউ'র কোনো সম্পর্ক নেই। অথচ প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে পাঠানো অগ্রগতি প্রতিবেদনে এমওইউর আওতায় রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের প্রতিনিধি হিসেবে তারা জামিয়া মিলিয়া ইসলামিয়া সফর করেছেন বলে দাবি করা হয়েছে।

এদিকে জামিয়া মিলিয়া ইসলামিয়ার সঙ্গে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্পাদিত এমওইউ প্রকারান্তরে আড়াল করে রেখেছে প্রশাসন। জামিয়া মিলিয়া ইসলামিয়ার ওয়েবসাইটে গুরুত্ব সহকারে এমওইউ উপস্থাপিত হলেও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইটে তা এখনো উপস্থাপিতই হয়নি। এমনকি এমওইউ বাস্তবায়নের কৌশল ও প্রয়োগ নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ অথরিটিতে আলোচনাও হয়নি বলে জানা গেছে। ইত্তেফাকের সঙ্গে আলাপে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের একাধিক বিভাগের সভাপতি বলেন, 'ভারতের জামিয়া মিলিয়া ইসলামিয়ার সঙ্গে স্বাক্ষরিত সমঝোতা স্মারকের বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের পক্ষ থেকে এখনো তাদের তেমন কিছুই জানানো হয়নি।'